ধ্বংসাত্মক প্রকল্পের পক্ষে এশিয়া এনার্জির প্রচারক বাহিনী

কল্লোল মোস্তফা

বহুজাতিক কর্পোরেশন যখন কোনো দেশে বিনিয়োগ করতে যায়, তখন সেই বিনিয়োগ সম্পর্কে যেন দেশের ভেতর থেকে কোনো প্রশ্ন না ওঠে এবং যেন সেই বিনিয়োগকে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য মনে করা হয়, সেই লক্ষ্যে কোম্পানিটি সব সময়ই জনসংযোগ বা পাবলিক রিলেশন্সের (পিআর) দিকে মনোযোগ দেয়। বিভিন্ন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সংবাদপত্র, বিশেষজ্ঞ, রাজনীতিবিদদের কাজে লাগায় ঐ বিনিয়োগ সম্পর্কে সে দেশে একটা ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে এবং সম্ভাব্য সমালোচনার সকল পথ বন্ধ করতে। ফুলবাড়ী উন্মুক্ত কয়লাখনি প্রকল্পের মতো একটি গণবিরোধী প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এশিয়া এনার্জি শুরু থেকেই বিভিন্ন রাজনীতিবিদ, আমলা, বিশেষজ্ঞ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, দৈনিক ও পাক্ষিক ইংরেজি-বাংলা সংবাদপত্র ইত্যাদিকে তাদের উন্মুক্ত খনি প্রকল্পের পক্ষে জনমত গঠনের কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। এই কাজগুলো ঠিক কী কী প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয় তা বোঝার জন্য এই লেখায় গত কয়বছরে এশিয়া এনার্জির পিআর তৎপরতা বিষয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

এশিয়া এনার্জির মূল প্রতিষ্ঠান জিসিএম রিসোর্সেস পিএলসির সিইও গ্যারি লাই ৯ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দিয়ে এশিয়াটিক মার্কেটিংয়ের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান ফোরথট পিআরকে (Forethought PR) 'বিবিধ তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সার্বিক গণমাধ্যম সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনার' দায়িত্ব দেয়। এ সময় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আলী যাকের, ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন বর্তমান সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর (সমালোচনার মুখে পরবর্তীতে পরিচালনা পর্ষদ থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করা হয়) এবং অন্যতম পরিচালক ছিলেন সারা যাকের। এর আগে হয়তো অন্য কোনো পিআর প্রতিষ্ঠান বা এশিয়া এনার্জির নিজস্ব কর্মীদের মাধ্যমেই পিআর কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। বহুজাতিক কোম্পানি কোনো দেশে কাজ করলে তাদের পক্ষে কাজের জন্য সব সময়ই পিআর এজেন্সি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাজে লাগানো হয়। এশিয়া এনার্জির ক্ষেত্রেও সেই ২০০৪ সাল থেকেই এ রকম আয়োজন ছিল, যা এর সপক্ষে মিডিয়ার বিভিন্ন কার্যক্রম থেকেই বোঝা যায়।

অনেকে মনে করতে পারেন, একটি কোম্পানি তার নিজের বিনিয়োগে লাভবান হতে সেই বিনিয়োগের পক্ষে প্রচার চালাতেই পারে, এতে সমস্যা কী? সমস্যা হলো, কোম্পানির হয়ে পিআর এজেন্সি যখন গণমাধ্যমকে ম্যানেজ করে, যখন গণমাধ্যমে কোনো ধ্বংসাত্মক প্রকল্পকে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে চালানোর জন্য সাক্ষাৎকার, মতামত, বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রকাশ করে কিংবা অন্য কোনোভাবে পরোক্ষ প্রচারণা চালায়, তখন সেগুলোকে 'বিশেষজ্ঞ মতামত', 'নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ', 'ওপিনিয়ন' হিসেবে হাজির করে। আবার বিভিন্নজনের সেলিব্রিটি ইমেজ ব্যবহার করে জনগণের মতামত প্রভাবিত করে। কিন্তু এগুলো যে নানাভাবে কোম্পানি স্পন্সরড তা

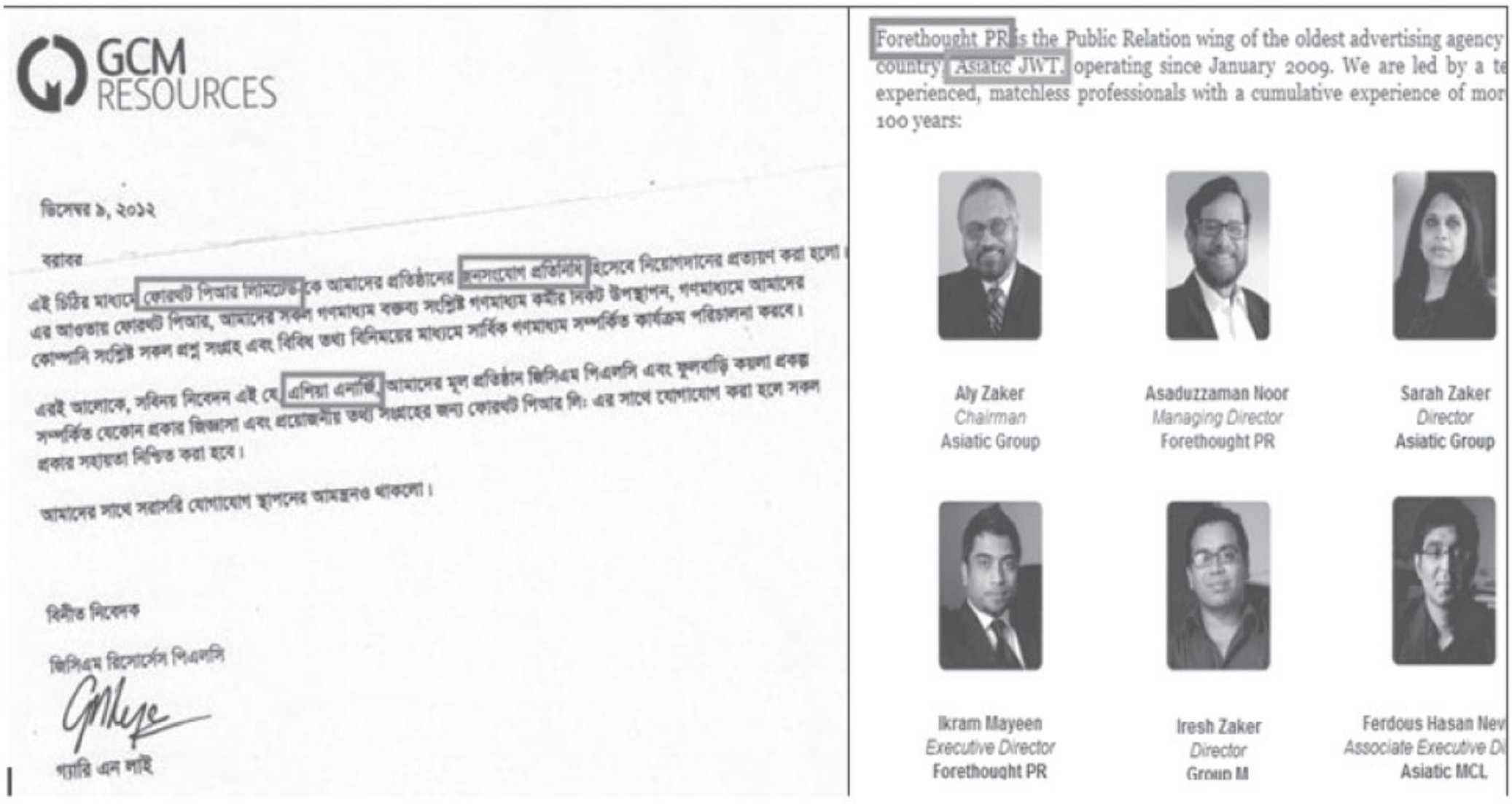

GCM RESOURCES

ডিসেম্বর ৯, ২০১২

বরাবর

এই চিঠির মাধ্যমে ফোরথট পিআর লিমিটেডকে আমাদের প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগদানের প্রত্যয়ণ করা হলো। এর আওতায় ফোরথট পিআর, আমাদের সকল গণমাধ্যম বক্তব্য সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যম কর্মীর নিকট উপস্থাপন, গণমাধ্যমে আমাদের কোম্পানি সংশ্লিষ্ট সকল প্রশ্ন সংগ্রহ এবং বিবিধ তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সার্বিক গণমাধ্যম সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এরই আলোকে, সবিনয় নিবেদন এই যে, এশিয়া এনার্জি আমাদের মূল প্রতিষ্ঠান জিসিএম পিএলসি এবং ফুলবাড়ি কয়লা প্রকল্প সম্পর্কিত যেকোন প্রকার জিজ্ঞাসা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য ফোরথট পিআর লি: এর সাথে যোগাযোগ করা হলে সকল প্রকার সহায়তা নিশ্চিত করা হবে।

আমাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের আমন্ত্রনও থাকলো।

বিনীত নিবেদক

জিসিএম রিসোর্সেস পিএলসি

গ্যারি এন লাই

Forethought PR is the Public Relation wing of the oldest advertising agency country, Asiatic JWT, operating since January 2009. We are led by a te experienced, matchless professionals with a cumulative experience of mor 100 years:

Aly Zaker
Chairman
Asiatic Group

Asaduzzaman Noor
Managing Director
Forethought PR

Sarah Zaker
Director
Asiatic Group

Ikram Mayeen
Executive Director
Forethought PR

Iresh Zaker
Director
Group M

Ferdous Hasan Nev
Associate Executive Di
Asiatic MCL

ছবি : ফোরথট পিআরকে জনসংযোগ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়ে গ্যারি লাইয়ের চিঠি এবং ফোরথট পিআরের পরিচালনা পর্ষদ
(ফোরথট পিআরের ওয়েবসাইটের স্ক্রিন শট, ১২ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে সংগৃহীত)

ছবি : ফোরথট পিআরের ওয়েবসাইটে এশিয়া এনার্জি অর্থাৎ জিসিএম রিসোর্সকে ক্লায়েন্ট হিসেবে দেখানো হয়েছে
(ফোরথট পিআরের ওয়েবসাইটের স্ক্রিন শট, ২৯ জুন ২০১৪ তারিখে সংগৃহীত)

গোপন করে। কারণ কোম্পানির সংশ্লিষ্টতা পরিষ্কার হয়ে গেলে তো এগুলোর 'পিআর ভ্যালু' বলে কিছু থাকবে না। ফলে জনগণের পক্ষে বোঝা মুশকিল হয়ে যায় কোনটা 'বিশেষজ্ঞ মতামত' আর কোনটা কোম্পানির অর্থে কেনা মতামত। এশিয়া এনার্জির ভাড়াটে লোকেরা আর্থিক ও নানা সুবিধার বিনিময়ে এশিয়া এনার্জির প্রস্তাবিত উন্মুক্ত কয়লাখনির সপক্ষে মতামত দিয়েছে, মিডিয়া মারফত জনগণের সামনে সেটাকে হাজির করা হয়েছে 'বিশেষজ্ঞ মতামত' হিসেবে।

ড. মুশফিকুর রহমান নামের এক ব্যক্তি দিনের পর দিন প্রথম আলো, ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেসসহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় উন্মুক্ত কয়লাখনির সপক্ষে লিখে গেছেন। উদাহরণস্বরূপ ২০১৪ সালের ২০ জুলাই প্রথম আলোতে 'বড়পুকুরিয়ার কয়লা উত্তোলনে উন্মুক্ত খনি' শীর্ষক লেখায় মুশফিকুর রহমান লিখেছেন:

'দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রযোজ্য কয়লাক্ষেত্রে উন্মুক্ত কয়লাখনি নির্মাণ নিয়ে অনেক দিন ধরে নানা রকমের কল্পনাপ্রসূত গালগল্প ছড়ানো হয়েছে। সরকার এত দিন বড় আকারে কয়লা উত্তোলনে যেহেতু আগ্রহ দেখায়নি, সে কারণে প্রচারক দল এবং হাতুড়ে বিশেষজ্ঞদের একটানা বিরূপ প্রচারণার ক্ষেত্রে দ্বিধা ও শঙ্কা তৈরি হয়েছে।'

এ সময় তাঁর পরিচয় 'খনি প্রকৌশলী। জ্বালানি ও পরিবেশ বিষয়ক লেখক' হিসেবে লেখা হলেও বস্তুত তিনি কোনো নিরপেক্ষ খনি বিশেষজ্ঞ নন। তিনি ফুলবাড়ী উন্মুক্ত কয়লা প্রকল্পের সাথে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত, এশিয়া এনার্জির কান্ট্রি ম্যানেজার ও জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর সম্পর্কে ২০০৪ সালে এশিয়া এনার্জির

> কোম্পানির হয়ে পিআর এজেন্সি যখন গণমাধ্যমকে ম্যানেজ করে, যখন গণমাধ্যমে কোনো ধ্বংসাত্মক প্রকল্পকে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে চালানোর জন্য সাক্ষাৎকার, মতামত, বিশ্লেষণ ইত্যাদি প্রকাশ করে কিংবা অন্য কোনোভাবে পরোক্ষ প্রচারণা চালায়, তখন সেগুলোকে 'বিশেষজ্ঞ মতামত', 'নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ', 'ওপিনিয়ন' হিসেবে হাজির করে। আবার বিভিন্নজনের সেলিব্রিটি ইমেজ ব্যবহার করে জনগণের মতামত প্রভাবিত করে। কিন্তু এগুলো যে নানাভাবে কোম্পানি স্পন্সরড তা গোপন করে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে[১] লেখা হয়েছিল :

Dr Mushfiqur Rahman, a mining engineer, has been appointed General Manager, Bangladesh. Dr Mushfiq was formerly BHP's Deputy Project Manager in Bangladesh and then Country Manager for Asia Energy. He has been with the Phulbari coal project for 12 years.

ফুলবাড়ীতে এশিয়া এনার্জি প্রস্তাবিত উন্মুক্ত কয়লাখনি প্রকল্পের সপক্ষে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে মোল্লা আমজাদ সম্পাদিত ইংরেজি পাক্ষিক 'এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার'। পত্রিকাটিতে নিয়মিতভাবে উন্মুক্ত খননের সপক্ষে এশিয়া এনার্জির বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে, প্রকল্পটিকে দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক হিসেবে দেখিয়ে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, ভাড়াটে বিশেষজ্ঞদের মতামত ও সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। মোল্লা আমজাদ এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ারের সম্পাদক হিসেবে দিনের পর দিন বিভিন্ন সেমিনারে এবং টেলিভিশন টক শোতে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে উন্মুক্ত খননের কথা বলে গেছেন। দেশের বহু নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ, এমনকি সরকার গঠিত একাধিক বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত অনুযায়ী এশিয়া এনার্জির উন্মুক্ত কয়লাখনি প্রকল্পটি রপ্তানিমুখী ও মাটি-পানি-জনবসতি-কৃষিবিধ্বংসী একটি প্রকল্প হলেও ১৬ জুন ২০১৬ তারিখে এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ারের বর্ষপূর্তি সংখ্যায় ফুলবাড়ি প্রকল্পকে বাংলাদেশের জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প দেখিয়ে একটি লেখা ছাপা হয়। 'ফুলবাড়ী কোল: প্রোভাইডস এনার্জি সিকিউরিটি, এনহান্স ফুড সিকিউরিটি' শিরোনামের লেখাটি লিখেছেন এম আনোয়ারুল ইসলাম এবং এমডি বদরুজ্জামান, যাঁরা যথাক্রমে এশিয়া এনার্জির এনভায়রনমেন্ট ও কমিউনিটি বিষয়ক জেনারেল ম্যানেজার ও জিওলজি বিষয়ক ম্যানেজার।[২]

উন্মুক্ত খননের পক্ষে জনমত গঠন করতে এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার এমনকি সেমিনার পর্যন্ত আয়োজন করেছে। যেমন–১১ জুলাই ২০১২ এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার ম্যাগাজিনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অজয় ঘোষ নামের এক ভারতীয় খনি বিশেষজ্ঞকে দিয়ে উন্মুক্ত খননের পক্ষে বক্তব্য দেয়ানো হয়।[৩] এশিয়া এনার্জির হয়ে কাজ করা এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার পত্রিকার সেমিনারে বাংলাদেশে আসা সেই ভারতীয় খনি বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার আবার প্রথম আলোতে ছাপানোর ব্যবস্থা হয়। সাক্ষাৎকারে অজয় ঘোষ উন্মুক্ত খননকে লাভজনক দেখাতে গিয়ে বলেন:

'ফুলবাড়ীর কয়লাখনি উন্মুক্ত পদ্ধতিতেই উত্তোলন করা লাভজনক বলে আমার ধারণা। তা ছাড়া উন্মুক্ত পদ্ধতিতে মজুদ কয়লার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ উত্তোলন করা যায়, আর ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে করলে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে বেশি খরচ করে কম কয়লা পাওয়া যাবে।'[৪]

উন্মুক্ত খননকে লাভজনক দেখাতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ই ভাড়াটে বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে এই ধরনের একটা কথা প্রচার করা হয়েছে যে ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কয়লা উত্তোলন করা যায়, ফলে তা লাভজনক নয়। গত ১৬ আগস্ট ২০১৪ তারিখে প্রথম আলোর সাংবাদিক অরুণ কর্মকারের 'কয়লা উত্তোলন বাড়ানোর উদ্যোগ' শীর্ষক একটি রিপোর্টে লেখা হয়: *'সূত্র আরো জানায়, ভূগর্ভস্থ পদ্ধতিতে তোলা হলে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ কয়লা তোলা সম্ভব।'*

অথচ ২০১১ সালে গঠিত মোশাররফ কমিটির রিপোর্টে এ বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে :

'অতীতে একটা ভুল প্রচারণা চলানো হয়েছে যে আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে মাত্র ১০ শতাংশ কয়লা উত্তোলন করা যায়, বাকি ৯০ শতাংশ কয়লা তোলাই যায় না। এটা মারাত্মক ভুল বক্তব্য (This is a gross misstatement)। আন্ডারগ্রাউন্ড পদ্ধতিতে কী পরিমাণ কয়লা তোলা যাবে তা নির্ভর করে ঠিক কী উপায়ে কয়লা তোলা হচ্ছে এবং পিলারের ডিজাইন কেমন তার ওপর। রুম অ্যান্ড পিলার পদ্ধতিতে ৫০ শতাংশ কয়লা তোলা যায় এবং মেকানাইজড লং ওয়াল মাইনিংয়ের মাধ্যমে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কয়লা তোলা যায়।'[৫]

সরকারের কারিগরি কমিটির রিপোর্ট বহু আগেই যেটাকে gross misstatement বলেছে, কারিগরিভাবেও যেসব প্রচারণা বহু আগেই ভুল বলে প্রমাণিত, সেই কথাটিই বারবার উন্মুক্ত খননের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য বিশেষজ্ঞ মতামত হিসেবে প্রচার করা হয়েছে।

সরকারের কারিগরি কমিটির রিপোর্ট বহু আগেই যেটাকে gross misstatement বলেছে, কারিগরিভাবেও যেসব প্রচারণা বহু আগেই ভুল বলে প্রমাণিত, সেই কথাটিই বারবার উন্মুক্ত খননের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য বিশেষজ্ঞ মতামত হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। উন্মুক্ত খননের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য সংবাদপত্রের পাতায় কেমন করে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয় তার আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যাক জনাব অরুণ কর্মকারের একই রিপোর্ট থেকে। দীঘিপাড়া কয়লাখনির গভীরতা ৩৮২ থেকে ৪৫৫ মিটার উল্লেখ করে অরুণ কর্মকার লিখেছেন: *'উন্মুক্ত পদ্ধতির খনি করার জন্য এই গভীরতাকে আদর্শ হিসেবে গণ্য করা হয় বলে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন।'*

অথচ উন্মুক্ত খনি বিষয়ে এর চেয়ে বড় ভুল কথা আর হয় না! প্রকৃতপক্ষে উন্মুক্ত খনির জন্য গভীরতা যত কম হয় তত সুবিধা, কারণ ওভারবার্ডেন বা কয়লাস্তরের ওপরের মাটি-পাথর-আবর্জনা কম উত্তোলন করতে হয়, পানি ব্যবস্থাপনা ও খনির ঢাল ব্যবস্থাপনার জটিলতা কম হয়। এ কারণে খনির গভীরতা ২০০ মিটারের কম থাকলেই সেটাকে আদর্শ গভীরতা বলা যেতে পারে, অনেক ক্ষেত্রে ১০০ মিটারের কম গভীরতাকেও উন্মুক্ত খনির জন্য আদর্শ বলা হয়। পেট্রোবাংলার সাবেক চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত সরকারি কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছে : বাংলাদেশের যে সকল স্থানে কয়লাস্তরের গভীরতা ২০০ মিটারের কম, সেসব স্থানে উন্মুক্ত খনির কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, যদি অন্যান্য কারিগরি ও পরিবেশগত মানদণ্ড অনুকূল হয়। এই রিপোর্টে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, এর বেশি গভীরতায় থাকা কয়লার উন্মুক্ত খনন করতে গেলে কারিগরি ও ভূতাত্ত্বিক জটিলতা বেড়ে যাবে; কারণ বাংলাদেশের মতো ভূতাত্ত্বিক বাস্তবতায় এর চেয়ে বেশি গভীরতায় উন্মুক্ত খননের উদাহরণ দুনিয়ায় তেমন নেই।[৬] অথচ সংবাদপত্রের পাতায় অজানা জ্বালানি বিশেষজ্ঞের দোহাই দিয়ে বলে দেওয়া হলো, ৩৮২ থেকে ৪৫৫ মিটার গভীরতা নাকি উন্মুক্ত খননের জন্য আদর্শ!

বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠান এশিয়া এনার্জির পক্ষ হয়ে কাজ করেছে তার মধ্যে ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস নামক ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাটির ভূমিকা বিশেষভাবে মনোযোগের দাবি রাখে। উন্মুক্ত খননের পক্ষে দেশের ভেতরে জনমত গঠন ছাড়াও ইংরেজি দৈনিক হিসেবে বিশেষ করে লন্ডন শেয়ার মার্কেটে এশিয়া এনার্জির শেয়ারের মূল্য ধরে রাখা/বাড়ানোর কাজে পত্রিকাটি নানা ভূমিকা রেখেছে, যা এমনকি এশিয়া এনার্জির শেয়ারহোল্ডারদের নিজস্ব আলাপচারিতা থেকেও বোঝা যায়।

পত্রিকাটিতে উন্মুক্ত খননের সপক্ষে সরকারি বিভিন্ন বক্তব্যকে ইতিবাচক সংবাদ হিসেবে উপস্থাপন এবং সিদ্ধান্তহীনতাকে নেতিবাচক হিসেবে হাজির করা হয়েছে। যেমন: ৩০ মে ২০১৩ তারিখে পত্রিকাটির প্রথম পাতায় শহিদুজ্জামান খানের Coal policy and its extraction process শীর্ষক মন্তব্য প্রতিবেদনে লেখা হয় :

Finance Minister AMA Muhith, as recent reports in the media recalled, made strong pleas for a coal extraction plan to generate electricity in his last year's budget speech. He also suggested then for creating mass awareness about the method of extraction, especially in favour of a open-pit mining method, after the finalisation of the coal policy ....

However, many are now questioning as to why the present government wasted so much time to decide on importing coal to operate the coal-fired power plants. About four and a half years are now passing since its assumption of office. And the country's coal policy has been hanging in the balance for the last eight years!

৩০ নভেম্বর ২০১২ তারিখে প্রথম পাতায় নিজাম আহমেদ লিখিত Clouds continue to hover over Phulbari coal mining শীর্ষক একটি লেখায় উন্মুক্ত খননের পক্ষে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য লেখা হয়:

Meanwhile, observations made by some important functionaries of the government implied that there had been a lack of coordination among the government departments over the exploration of coal, GCM officials said.

Coal reserves lying untapped for decades in the country could be the cheapest fuel for generation of electricity, which also could be distributed at the lowest price among the consumers in Bangladesh, a leading global coal explorer said.

ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকাটিতে মূলত এশিয়া এনার্জির সপক্ষের বিশেষজ্ঞদের লেখাই উপসম্পাদকীয় হিসেবে ছাপানো হয়েছে, যার মধ্যে এশিয়া এনার্জির সহযোগী প্রতিষ্ঠান জার্মানির আরডাবিণ্টউই এজির (RWE AG) প্রধান ভূতত্ত্ববিদের লেখাও অন্তর্ভুক্ত! Coal mining in open pits- experience in Germany challenge in Bangladesh শিরোনামে Dr Thomas von Schwarzenberg

নামের জার্মান কোম্পানির ভূতত্ত্ববিদের উন্মুক্ত খনির পক্ষে লেখাটি ছাপানো হয় ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেসে ২০১০ সালের ১৩ এপ্রিল তারিখে।

উন্মুক্ত কয়লা খনন বিষয়ে সরকারি বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামতকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে পত্রিকাটিতে। ৩ নভেম্বর ২০১২ তারিখে এশিয়া এনার্জির কর্মকর্তা ড. মুশফিকুর রহমান লিখিত মতামতের শিরোনাম ছিল এ রকম: Expert committee recommends open pit mining for coal। লেখাটিতে বলা হয়:

After a yearlong analysis and review of available information and consultation meetings, the committee suggested extracting coal from northern part of Barapukuria and Phulbari coal deposits in Dinajpur district using open pit method of mining.

চতুরতার সাথে লেখক বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক পরীক্ষামূলকভাবে উন্মুক্ত খনি করার কথাটি উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছেন; যদিও ঐ লেখারই শেষে এক জায়গায় লিখেছেন: *It recommends open pit mining for two fields (subject to satisfactory study findings) ... ..*

এমনকি বিভিন্ন সম্পাদকীয়র মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত কয়লাখনি কত জরুরি (!) তার সপক্ষে মতামত প্রদান করেছে পত্রিকাটি। খনি বিশেষজ্ঞ নামধারী এশিয়া এনার্জির কর্মকর্তা মুশফিকুর রহমান সাহেব তাও এক জায়গায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষে কথাটা উল্লেখ করলেও ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদকীয়তে তা বেমালুম চেপে গিয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটির বক্তব্যকে একেবারে উন্মুক্ত খননের সপক্ষে সুনিশ্চিত মতামত হিসেবে হাজির করা হয়েছে এভাবে:

Open-pit mining: Yes or no
Published: Saturday, 17 November 2012
Despite strong opposition from various quarters, especially from social activists, the available indications suggest that the government is going for open pit mining for extraction of coal from the Phulbari coal mine. A 17-member expert committee formed by the government in September 2011 to suggest viable and appropriate methods for coal extraction has reportedly finalised its report recommending the allegedly controversial open pit mining there.

উল্লেখ্য, মোশাররফ কমিটির রিপোর্টের শেষের দিকে পরীক্ষামূলকভাবে উন্মুক্ত খনি করার কথা বলা হলেও উন্মুক্ত খননের পক্ষে কোনো সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়নি। বরং পুরো রিপোর্টটিতে বাংলাদেশে উন্মুক্ত খনির ভয়াবহ ঝুঁকির কথাই আলোচিত হয়েছে, যা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বিশেষ চাপের কারণেই তাঁরা পরীক্ষামূলক উন্মুক্ত খননের কথাটি বলতে বাধ্য হয়েছেন। রিপোর্টে উন্মুক্ত খননের যেসব সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে তার কিছু উদাহরণ:

'বাংলাদেশের কয়লা মজুদের ক্ষেত্রে এটা ঠিক যে উন্মুক্ত খনি কয়লা উত্তোলনের হার অনেক বৃদ্ধি করে বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় হতে পারে, কিন্তু পরিবেশের বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও প্রতিবেশগত ক্ষতি বর্ধিত কয়লা উত্তোলনের থেকে প্রাপ্ত সুবিধার তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে। যদিও বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্কে এটা বলা সম্ভব যে স্ট্রিপ মাইনিংয়ে কয়েক বছর পরই ভূমি আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে মাটির ওপরের স্তর সরিয়ে ফেলার পর জমির উর্বরতা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হতে পারে।...উন্মুক্ত খনির ক্ষতি এত বেশি যে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।'[৭]

'উন্মুক্ত খনির খরচ কম, কিন্তু পরিবেশের জন্য তা খুবই ক্ষতিকর। এতে অতিরিক্ত বর্জ্য (Over burdens) ফেলার জন্য বিশাল জায়গার প্রয়োজন হয়। হিসাব অনুযায়ী অতিরিক্ত বর্জ্য ও কয়লার অনুপাত হচ্ছে ২৫:১। অর্থাৎ ১ মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলনের জন্য ২৫ মেট্রিক টন সরাতে হবে। এই ভূগর্ভস্থ দ্রব্য, যেগুলো প্রধানত দূষিত, তা রাখতে হবে পার্শ্ববর্তী কৃষিজমি, জলাশয় ও নদীতীরে। এগুলো যে শুধুমাত্র আশপাশের জলাশয়কে দূষিত করবে তা-ই নয়, তার নিচের দিকের সকল নদী, খাল ও জলাভূমিকে ভয়াবহ মাত্রায় দূষিত করবে।...বৃষ্টির কারণে অনেক বর্জ্য পানিতে ধুয়ে যাবে এবং তা জমি, নদী, জলপ্রবাহ, নদীকে বিষাক্ত করবে।'[৮]

> শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের পারস্পরিক আলোচনায় ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকাটিকে বাংলাদেশে এশিয়া এনার্জির প্রধান মিত্র বলে শনাক্ত করা হয়েছে এবং এশিয়া এনার্জির সপক্ষের পিআর ক্যাম্পেইন হিসেবে দি ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় Forrest Cookson-এর একটি আর্টিকল এবং টেলিভিশনে গ্যারি লাই ও ইঞ্জিনিয়ার হোসেনের (সম্ভবত হোসেন মনসুর) টক শো আয়োজনের প্রশংসা করা হয়েছে

অথচ এই শক্ত আপত্তিগুলোকে আড়াল করে ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস (ও অন্য আরো কিছু সংবাদপত্র) রিপোর্ট করে দিল, মোশাররফ কমিটি নাকি উন্মুক্ত খনির পক্ষে মত দিয়েছে!

শুধু তা-ই নয়, এশিয়া এনার্জির অর্থে লালিত দালালদের মতামতকে ফুলবাড়ীর জনগণের মতামত বলে প্রচার করেছে পত্রিকাটি। ১০ আগস্ট ২০১২ তারিখে Group of people agree to vacate lands for Phulbari coalmine শীর্ষক এক রিপোর্টে লেখা হয়:

An influential group of land owners at the proposed Phulbari coalmine have agreed to vacate their lands against adequate compensation for commercial exploration of the mineral resource for the greater interest of the nation, industry sources said Thursday.

এশিয়া এনার্জির পক্ষ হয়ে পত্রিকাটির এই ধরনের তৎপরতার আরো প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। যেমন: পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে কোনো লেখা প্রকাশিত হওয়ার এক দিন আগেই সেই লেখার লিংক লন্ডন শেয়ারবাজারে এশিয়া এনার্জির বিনিয়োগকারীর কাছে চলে যাওয়া! ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকায় গত ২ জানুয়ারি ২০১৩ Engr S A Mansoor নামের একজনের 'সম্পাদক বরাবর চিঠি' প্রকাশিত হয়, যেখানে এশিয়া এনার্জির ফুলবাড়ী উন্মুক্ত কয়লা খননের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, এই চিঠিটির লিংক[৯] লন্ডনের Interactive Investor নামের শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের ওয়েবসাইটে এশিয়া এনার্জির মূল প্রতিষ্ঠান জিসিএম রিসোর্সেসের শেয়ারহোল্ডারদের 'ডিসকাশন ফোরাম'- এ এক দিন আগেই ১ জানুয়ারি ১৬:৩৮ এ প্রকাশ করে searchers-son নামধারী এক বিনিয়োগকারী! না, দুই দেশের সময়ের পার্থক্যজনিত ব্যাপার বলে মনে করার কোনো কারণ নেই; যিনি লিংকটি পোস্ট করেছেন তিনি তাঁর পোস্টের বিষয় হিসেবে

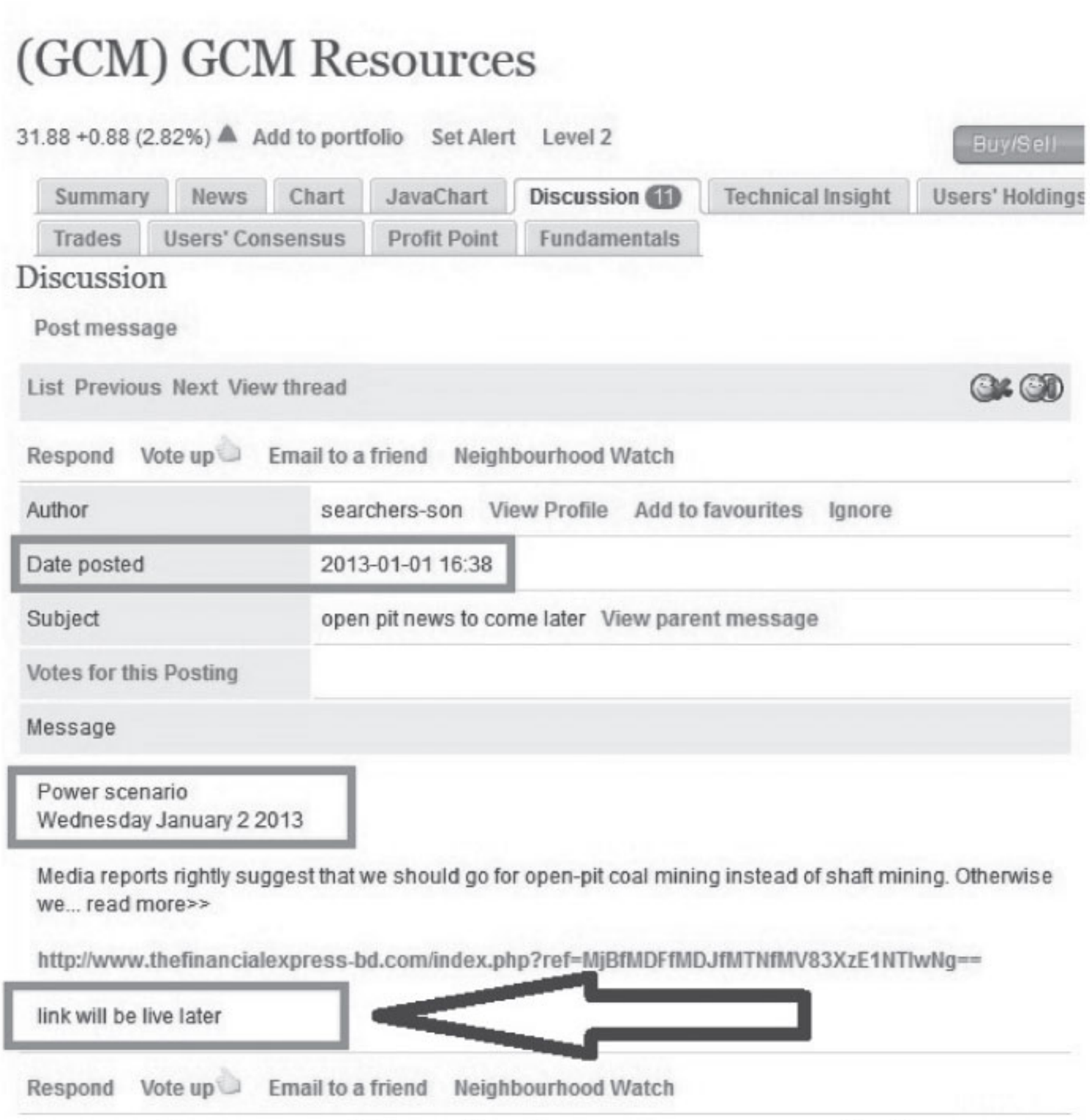
(GCM) GCM Resources

31.88 +0.88 (2.82%) ▲ Add to portfolio Set Alert Level 2

Buy/Sell

Summary | News | Chart | JavaChart | Discussion 11 | Technical Insight | Users' Holdings

Trades | Users' Consensus | Profit Point | Fundamentals

Discussion

Post message

List Previous Next View thread

Respond Vote up Email to a friend Neighbourhood Watch

Author	searchers-son View Profile Add to favourites Ignore
Date posted	2013-01-01 16:38
Subject	open pit news to come later View parent message
Votes for this Posting	
Message	

Power scenario
Wednesday January 2 2013

Media reports rightly suggest that we should go for open-pit coal mining instead of shaft mining. Otherwise we... read more>>

http://www.thefinancialexpress-bd.com/index.php?ref=MjBfMDFfMDJfMTNfMV83XzE1NTIwNg==

link will be live later

Respond Vote up Email to a friend Neighbourhood Watch

ছবি : শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের ডিসকাশন ফোরামে আগাম প্রকাশিত লিংক

লিখেছেন, open pit news to come later এবং খুব পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন: link will be live later অর্থাৎ লিংকটি পরে কার্যকর হবে![১০] Engr S A Mansoor, searchers-son, ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস ও এশিয়া এনার্জি– এদের পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকলে এ রকম ঘটা কখনোই সম্ভব হতো না। বহুজাতিক কোম্পানি কোন দেশের গণমাধ্যমের মধ্যে কতটা ঢুকে বসে থাকতে পারে তার একটা ধ্রুপদি উদাহরণ হতে পারে এই দৃষ্টান্তটি।

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের পারস্পরিক আলোচনায় ফিন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস পত্রিকাটিকে বাংলাদেশে এশিয়া এনার্জির প্রধান মিত্র বলে শনাক্ত করা হয়েছে এবং এশিয়া এনার্জির সপক্ষের পিআর ক্যাম্পেইন হিসেবে দি ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় Forrest Cookson-এর একটি আর্টিকল এবং টেলিভিশনে গ্যারি লাই ও ইঞ্জিনিয়ার হোসেনের (সম্ভবত হোসেন মনসুর) টক শো আয়োজনের প্রশংসা করা হয়েছে[১১]:

I've been impressed by the positive PR that GCM has managed to generate in the last couple of weeks. There have been the excellent series of detailed articles in the The Independent by Forrest Cookson (does anyone know anything about Forrest Cookson or how to contact him?). There was the TV discussion with Gary and Engineer Hussein. Then there have been positive things in the Financial Express (which seems to be GCM's main ally in the Bangla press).

এশিয়া এনার্জির বিনিয়োগকারীদের আলোচনায় উঠে আসা মার্কিন নাগরিক ফরেস্ট কুকসন আরেকজন ব্যক্তি, যাঁকে দি ইনডিপেন্ডেন্ট, ডেইলি স্টার, নিউ এজসহ বিভিন্ন পত্রিকায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে কলাম লিখে উন্মুক্ত খনির পক্ষে তদবির করতে দেখা গেছে। অথচ আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের সাবেক সভাপতি ও বিশ্বব্যাংক-এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কনসালট্যান্ট ফরেস্ট কুকসন এশিয়া এনার্জির বেতনভুক কনসালট্যান্ট হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন ২০০৬ সাল থেকে। জিসিএমের (প্রাক্তন এশিয়া এনার্জি) ২০০৬ সালের ষাণ্মাসিক অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, তৎকালীন এশিয়া এনার্জি তাঁকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নির্দেশনা ও চাহিদা মোতাবেক ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের ওপর একটি 'অর্থনৈতিক লাভ-ক্ষতির প্রতিবেদন' তৈরির জন্য অর্থনীতিবিদ হিসেবে নিয়োগ দান করে।[১২] কুকসন ২০০৮ সালের ১৫ জুন ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় If not coal, what? শীর্ষক লেখায় উন্মুক্ত খননের কোনো বিকল্প নেই এবং এশিয়া এনার্জির 'বিশ্বমানের বিশেষজ্ঞ'রা সকল পরিবেশ বিষয়ক সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে দাবি করে লেখেন:

There is no alternative to the open cast mine. The technical problems [water regime, acceptable environment recovery] are manageable according to the world class mine design engineers engaged by Asia Energy.

অথচ সরকার গঠিত নুরুল ইসলাম কমিটি বহু আগেই এশিয়া এনার্জির পর্যাপ্ত কারিগরি দক্ষতা নেই বলে স্পষ্ট মতামত দিয়েছে:[১৩]
„none of the Asia Energy companies (AEPLC, AECPL, and AECBPL) have any experience in mining and management of a project like the Phulbari Coal Project.

কুকসন সাহেব 'অর্থনীতিবিদ' পরিচয়ে ১০ ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে ডেইলি স্টারে 'What to do about coal?' শীর্ষক লেখায় দাবি করেন, ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লাখনি করলে যে অর্থনৈতিক লাভ হবে তাতে পরিবেশগত ক্ষতিকে পুষিয়ে আরো বাড়তি থাকবে:

In the case of Phulbari, the environmental costs are covered, as indicated from the available data. That is, the project can produce coal at competitive international prices, earn a reasonable return to investment, pay all of the taxes due the government, and cover all the costs of resettlement and

environmental management.

অথচ মোশাররফ কমিটির রিপোর্টে ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির হিসাব দেখানো হয়েছে এভাবে:[১৪]

'শুধুমাত্র কৃষি আবাদের ক্ষতি হিসাব করলে আগামী ৫০ বছরে ক্ষতি হবে ২৫ হাজার কোটি টাকা। এর সাথে পরিবেশগত ক্ষতি ও আশপাশের জেলাগুলোর অর্থনৈতিক ক্ষতি যোগ করলে মোট ক্ষতির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। তাহলে এই প্রকল্প থেকে কে লাভবান হবে? এশিয়া এনার্জি বিনিয়োগ করবে ৯ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এর বিনিময়ে তারা কত পাবে? তারা ৩৭.৬ কোটি টন কয়লা বিক্রি করে এক লাখ ৪২ হাজার ১০০ কোটি টাকা আয় করবে।'

এই লেখায় মূলত উন্মুক্ত খননের সপক্ষে জনমত তৈরিতে এশিয়া এনার্জির পিআর তৎপরতার কিছু চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো ছাড়াও এই দীর্ঘ সময়ে এশিয়া এনার্জির তৎপরতার আরো বিভিন্ন দিক রয়েছে; যেমন– বিদেশি রাষ্ট্রের মাধ্যমে চাপ প্রয়োগ ও লবিং। ২০১০ সালের ২১ ডিসেম্বর উইকিলিকস কর্তৃক ফাঁস হওয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূতের তারবার্তা (রেফারেন্স আইডি: 09DHAKA741) [১৫] থেকে দেখা যায়, মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি সরাসরি এশিয়া এনার্জির পক্ষ হয়ে প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক ইলাহী চৌধুরীর ওপর চাপ প্রয়োগ করছেন, উন্মুক্ত খননের পক্ষে ওকালতি করছেন:

'রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের কয়লা মজুদ বিশাল এবং কয়লার মানও খুব উন্নত; ফলে কয়লার মাধ্যমে জ্বালানি সমস্যার পুরোপুরি না হলেও আংশিক সমাধান অন্তত করা সম্ভব... ...রাষ্ট্রদূত মার্কিন সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে এ বিষয়ে সহায়তা প্রদানের উপায় খুঁজে বের করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সেই সাথে বলেন, ভূমি পুনরুদ্ধার সঠিকভাবে করা হলে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করাই সবচেয়ে ভালো উপায়।'

তারবার্তায় নোট হিসেবে জেমস মরিয়ার্টি লিখেছেন:

'ফুলবাড়ী কয়লাখনির সাথে যুক্ত এশিয়া এনার্জি কোম্পানির মোট বিনিয়োগের ৬০ শতাংশ হলো মার্কিন বিনিয়োগ। ২৯ জুলাই এশিয়া এনার্জির কর্মকর্তাগণ রাষ্ট্রদূতকে জানান যে তাঁরা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের সরকারি অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতার সাথে আশাবাদ ব্যক্ত করছেন।'

উইকিলিকসের কল্যাণে এ বিষয়টি ফাঁস হলেও এ রকম নিশ্চয়ই আরো লবিং ও চাপ প্রয়োগের ঘটনা রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। এ রকম আরো যেসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান ও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে গণমাধ্যমে ফুলবাড়ী আন্দোলনের উপস্থাপন কখন কেমন হয়েছে, খবরের ট্রিটমেন্ট কিভাবে হয়েছে, আন্দোলনকারীদের বক্তব্য কিভাবে কতটুকু এসেছে আর কোম্পানির বক্তব্য কতটুকু এসেছে কিংবা উন্মুক্ত খনি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে এশিয়া এনার্জির লবিং কিভাবে হয়েছে, কিভাবে উন্মুক্ত খনি পরিদর্শনের নামে সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি ও সাংবাদিকদের বিদেশ ভ্রমণ করিয়ে প্রকল্পের পক্ষে আনার চেষ্টা হয়েছে, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কিভাবে দালাল তৈরি হয়েছে, কারা দালালি করেছে ইত্যাদি। ফুলবাড়ী-বড়পুকুরিয়ায় উন্মুক্ত খননের চক্রান্ত এখনো চলছে, সেই সাথে সারা দেশেই জনবিরোধী প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে ব্র্যান্ডিং থেমে নেই। উন্নয়নের নামে ধ্বংসাত্মক প্রকল্পগুলোকে মোকাবিলা করতে হলে এসব কর্পোরেট পিআর তৎপরতাকে জনগণের কাছে উন্মোচন করা অত্যন্ত জরুরি।

কল্লোল মোস্তফা : প্রকৌশলী ও লেখক
ই-মেইল : Kallol_mustafa@yahoo.com

পাদটীকা

১. এশিয়া এনার্জির সংবাদ বিজ্ঞপ্তি, ২০০৪
http://www.gcmplc.com/news-item?item=21541408477033
২. এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার, ভলিউম ১২, ইস্যু ১, ১৬-৩০ জুন ২০১৪
৩. 'দেশের কয়লা দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন', ২ আগস্ট ২০১২, প্রথম আলো
http://archive.prothom-alo.com/detail/date/2012-08-02/news/278596
৪. অজয় কুমার ঘোষের সাক্ষাৎকার, ১৫ জুলাই ২০১২, প্রথম আলো
http://archive.prothom-alo.com/print/news/273633
৫. মোশাররফ কমিটির রিপোর্ট, ২০১২, পৃষ্ঠা ৪৩
৬. ঐ, পৃষ্ঠা ৫৩
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ১৫
৮. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৯
৯. http://www.thefinancialexpress-bd.com/index.php?ref=MjBfMDFfMDJfMTNfMV83XzE1NTIwNg==
১০. যে কেউ চাইলে এই লিংকে ঢুকে নিজেই দেখতে পারেন : http://www.iii.co.uk/investment/detail/?display=discussion&code=cotn%3AGCM.L&it=le&action=detail&id=10292878
১১. http://www.iii.co.uk/investment/detail/?display=discussion&code=cotn%3AGCM.L&it=le&action=detail&id=10293622
১২. Interim Report for six months ended 31 December 2006, GCM plc
http://www.gcmplc.com/ir/gcm/pdf/GCM_Interim_2006.pdf
১৩. নুরুল ইসলাম কমিটির রিপোর্ট, ২০০৬
১৪. মোশাররফ কমিটির রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৫০
১৫. http://wikileaks.rsf.org/cable/2009/07/09DHAKA741.html